পরিদর্শন প্রতিবেদন :

গত ১৫.০৭.২০১৯ তারিখ নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কার্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে উপপরিচালক, জনাব অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম জেলা শাখার কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপ:

১। **অবস্থান :**

উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের কার্যক্রম শহরের নাসিরাবাদে একটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বাড়ীটি জরাজীর্ণ, মেরামত করা প্রয়োজন। জানা যায় বাড়ীটি নিয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এ বাড়ীটি চট্টগ্রাম কার্যালয়কে বন্দোবস্ত প্রদান করার জন্য জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম সুপারিশ করেছেন।

মন্তব্য: জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম এর বন্দোস্ত বিষয়ক সুপারিশটি কি অবস্থায় আছে, তা উপস্থাপন করার জন্য যুগ্মসচিব (মবিঅ)-কে অনুরোধ করা হল।

২। **জনবল :** জেলা কার্যালয়ের অনুমোদিত কর্মকর্তার পদ-৩জন (হোস্টেল সুপারসহ), কর্মরত কর্মকর্তা-২জন, অনুমোদিত কর্মচারীর পদ-১১টি, কর্মরত কর্মচারী-৭জন, শুন্যপদ-৪টি। চট্টগ্রাম জেলার ১৫টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলা কর্মকর্তার পদ, ৩য় শ্রেণীর এর পদ ৯টি এবং অফিস সহায়ক এর পদ ৯টি শূন্য রয়েছে। উপজেলায় নিয়মিত কর্মকর্তা না থাকায় একজন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে ২ থেকে ৩টি উপজেলার দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

মন্তব্য: জেলা ও উপজেলার শূন্যপদে জনবল পদায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হল।

৩। **ভিজিডি কার্যক্রম ঃ** ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় চট্টগ্রাম জেলার ১৫টি উপজেলায় বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য হতদরিদ্র ১৮,৫৫০ জন দুঃস্থ মহিলাকে মাসিক ৩০কেজি খাদ্য সাহায্য দেয়া হচ্ছে। এনজিও নির্বাচিত না হওয়ায় প্রশিক্ষণ ও সঞ্চয় জমাদান শুরু হয়নি।

মন্তব্য: প্রশিক্ষণ ও সঞ্চয় জমাদান কার্যক্রম তদারকি জোরদার করার জন্য উপপরিচালক, চট্টগ্রামকে অনুরোধ করা হল।

৪। **দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি ঃ** চট্টগ্রাম জেলাধীন ১৫টি উপজেলার ১৯১টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন পর্যায়ে (৩৬মাস মেয়াদী) ২৭,২৬৪ (সাতাইশ হাজার দুইশত চৌষট্টি) জন গর্ভবতী মাকে খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণে মাসিক ৮০০/- টাকা হারে ৩ বছর মেয়াদী মাতৃত্বকালীনভাতা প্রদান করা হয়।

মন্তব্য: ভাতা প্রদান কার্যক্রম G2P এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। ভাতাভোগী নির্বাচন যথাযথ যেন হয়, সে বিষয়টি তদারকি করার জন্য উপপরিচালক, চট্টগ্রামকে অনুরোধ করা হল।

৫। **কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল ঃ** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্বাচিত ৩০০০জন কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাকে মাসিক ৮০০/- টাকা হারে ৩বছর মেয়াদী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। উপজেলাসমূহের ১৫টি পৌরসভায় উপকার ভোগীর সংখ্যা ৬৬০০জন। উপকার ভোগীদের এনজিও/ সিবিওদের মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৪। **ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ** দুঃস্থ মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে ৫% সার্ভিস চার্জে ৫০০০/- টাকা থেকে ১৫০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম জেলাধীন উপজেলাসমূহে এ পর্যন্ত ৪২৯৫জন উপকার ভোগীকে ৪,৩২,০৬,০০০/- (চার কোটি বত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার) টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৫। **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (রাজস্ব বরাদ্দের আওতায়) ঃ**
চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ে জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ চলছে। ট্রেডসমূহ: ক) আধুনিক দর্জি বিজ্ঞান ও এমব্রয়ডারী, খ) মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, গ) ব্লক, বাটিক এন্ড প্রিন্টিং ঘ) বিউটিফিকেশন, ঙ) শো-পিস তৈরী। প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে ১০০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণের মেয়াদ : প্রতি ট্রেডে ৩মাস।
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা : ১০০ জন। প্রতি ট্রেডে ২০ জন।

বিক্রয় কেন্দ্র: প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য জেলা কার্যালয়ে একটি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

উপজেলা : বাঁশখালী, রাংগুনিয়া উপজেলার প্রত্যেকটিতে ৩০জন করে প্রশিক্ষণার্থী ৩মাস মেয়াদী আধুনিক দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (আইজিএ প্রকল্পের আওতায়) ঃ
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ (আইজিএ)" প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলা পর্যায়ে মোবাইল ও কম্পিউটার রিপেয়ারিং এন্ড সার্ভিসিং কোর্সে ২০জন এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে মটর ড্রাইভিং কোর্সে ৩০জন প্রশিক্ষণার্থীর ৪র্থ ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলছে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে আইজিএ প্রকল্পের আওতায় সকল উপজেলায় প্রতি ট্রেডে ২৫জন করে ২টি ট্রেডে ১৪টি উপজেলায় মোট ৭০০জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

মন্তব্য: প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং চট্টগ্রামে জেলা পর্যায়ে আইজিএ প্রকল্পের আওতায় মোবাইল ও কম্পিউটার রিপেয়ারিং এন্ড সার্ভিসিং ট্রেডে ২০জন প্রশিক্ষণার্থী (৩০ জনের স্থলে) নির্বাচন করা হলেও উক্ত ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থীদের অনাগ্রহের কারণে ঝরে পড়ার হার বেশী। ফলে এই ট্রেডের পরিবর্তে চাহিদার ভিত্তিতে নতুন ট্রেড চালু করা যেতে পারে।

৬। **কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলঃ** কর্মজীবী নারীদের আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল রয়েছে। সিট সংখ্যা ২১৬টি। বর্তমানে বোর্ডার সংখ্যা ১৪৬জন।

মন্তব্য: সিট সংখ্যার অনুপাতে বোর্ডার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য উপপরিচালক, মবিঅ, চট্টগ্রামকে অনুরোধ করা হল।

৭। **শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ঃ** চট্টগ্রামের হামজারবাগ এলাকায় কর্মজীবী মায়ের শিশুদের রাখার জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রয়েছে। শ্রমজীবী গরীব মায়ের শিশুদের সকাল ৯টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত উক্ত কেন্দ্রে রাখা হয়। অবস্থানকালীন সময়ে শিশুদের অক্ষরজ্ঞানসহ ২বেলা নাস্তা ও দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। উক্ত কেন্দ্রে অনুমোদিত পদ ৭টি, কর্মরত কর্মচারী ৫ জন, শূন্যপদ ২টি (আয়া ১ জন, গার্ড ১ জন) অনুমোদন প্রাপ্ত শিশু ভর্তির সংখ্যা ৬০ জন, ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা ৫৬ জন, ১৫/৭/২০১৯ তারিখে শিশুর উপস্থিতি ৩৫ জন।

মন্তব্য: অবস্থানকালীন সময়ে শিশুদের অক্ষরজ্ঞানসহ দুই বেলা নাস্তা ও দুপুরের খাবার মানবৃদ্ধি করার বিষয়টি তদারকি করার জন্য উপপরিচালক, চট্টগ্রামকে অনুরোধ করা হল।

৮। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিলঃ** শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তহবিল ৫,৮০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ আশি হাজার) টাকা। এ পর্যন্ত ১৪২জন মহিলাকে ৭,৯৭,০০০/-(সাত লক্ষ সাতানব্বই হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়।

৯। **নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত:** জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়। বর্তমান মাসে প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ৩৭টি (পূর্বেরসহ), নিষ্পত্তি ২১টি, পেন্ডিং ১৬টি। তাছাড়া বাল্যবিবাহ নিরোধে যে কোন ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেলে জেলা উপজেলা কর্মকর্তাগণ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগপূর্বক দ্রুততার সাথে বাল্যবিবাহ নিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের হেল্পলাইন নাম্বার ১০৯ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ জরুরীভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। কর্মকর্তাগণ উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা, মহিলা সমাবেশে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহের কুফল, অটিজম শিশুর যত্ন, নারী শিক্ষার গুরুত্ব এবং নারী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ/ ধারনা দেন।

১০। **স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি ঃ** সমিতির সংখ্যা ১৫০টি। সক্রিয় সমিতি ৯৪টি এবং নিষ্ক্রিয় সমিতি ৫৬টি। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫২টি সমিতির অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১০,১৫,০০০/-(দশ লক্ষ পনের হাজার) টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে।

১১। **সেলাই মেশিন বিতরণঃ** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় সংসদ সদস্যদের নামে রাদ্দকৃত সেলাই মেশিন উপজেলা পর্যায়ে দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। গত ০১/০৭/১৮খ্রিঃ ৯৫টি সেলাই মেশিন পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে মেশিন বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

সার্বিক মন্তব্য : উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর কার্যক্রম সন্তোষজনক।

(জ্যোতি লাল কুরী)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়